চতুর্দশ অধ্যায়

বেসরকারি খাত উন্নয়ন

[বেসরকারি খাত ভোগ, বিনিয়োগ ও নীট রপ্তানি আয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধিতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষতঃ শিল্প ও উৎপাদনশীল প্রকল্পে বিনিয়োগের ফলে দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়। বাংলাদেশে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের প্রসারকল্পে সরকার বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন, আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাইরে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (Public- Private Partnership) ভিত্তিতে বিশেষতঃ ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট ১,৪৩২ টি বেসরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ ছিল ৬৮,২৯১ কোটি টাকা, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) দাঁড়িয়েছে ৮৯৪ টি প্রকল্পে মোট ৫৩,৬৯৭ কোটি টাকা। ব্যক্তিখাতে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার শিল্পের বিকাশ শিল্প খাতকে গতিশীল করে তুলছে এবং দেশে বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। ফলে এ খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত) মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎ ২২,৬৯১ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার যার ৪৫.৪১ শতাংশই বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়েছে এবং ৬.৯১ শতাংশ বিদ্যুৎ আমদানি খাত হতে এসেছে। সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী সরকার দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ এবং ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স প্রবর্তন করা হলে জ্ঞান-ভিত্তিক শিল্পে তরুণদের ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গঠন সম্ভব হবে।]

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দেশের মোট বিনিয়োগ জিডিপির ২৮.৯৭ শতাংশ যার মধ্যে বেসরকারি খাতের অবদান ২২.০৭ শতাংশ। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। সাধারণত সরকার বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো-উন্নয়ন, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সঞ্চালন এবং ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চতকরণে সচেষ্ট থাকে। ঐতিহাসিকভাবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে অবকাঠামো-উন্নয়নসহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। বেসরকারি বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশন গঠনসহ ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। সরকারের বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা, আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সার্বিকভাবে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের প্রত্যয় এবং সর্বোপরি দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অব্যাহত অংশগ্রহণের ধারা এ সম্ভাবনাকে আরো উজ্জ্বল করছে।

বিনিয়োগ পরিবেশ

বিশ্বব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) প্রকাশিত ডুয়িং বিজনেস, ২০১৪ শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী এজ অব ডুয়িং বিজনেস গ্লোবাল র‍্যাংক -এ বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৯টি দেশের মধ্যে ১৭৩তম । তবে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৪৩তম। তাছাড়া ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩১তম এবং ব্যবসা শুরু ও কর প্রদানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১১৫তম ও ৮৩তম স্থানে রয়েছে।

সার্বভৌম ঋণমান (Sovereign Credit Rating)

২০১০ সালে আন্তর্জাতিক ঋণমান নিয়ন্ত্রণকারী দু'টি প্রতিষ্ঠান-Standard and Poor's (S&P) এবং Moody's বাংলাদেশকে প্রথমবারের মত তাদের সার্বভৌম ঋণমান তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। এ রেটিং তালিকায় S&P এবং Moody's বাংলাদেশকে

যথাক্রমে BB-এবং Ba3 মান প্রদান করেছে। এ রেটিং অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের অর্থনৈতিক সক্ষমতার বিচারে বাংলাদেশ ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের সমকক্ষতা অর্জন করেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ভারতের পরে থাকলেও পাকিস্থান ও শ্রীলংকার উপরে রয়েছে। দুটি সংস্থাই প্রতিবছর এ ঋণমান পুনর্মূল্যায়ন করেছে। বাংলাদেশ পরপর ষষ্ঠ বারের মত Moody's এবং S&P কর্তৃক স্থিতিশীল রেটিং অর্জন করেছে। অপর একটি ঋণমান প্রতিষ্ঠান Fitch Rating প্রথমবারের মত BB- রেটিং প্রদান করেছে যা স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বৈদেশিক খাতের দৃঢ় অবস্থানের প্রতিফলন। এরূপ রেটিং এর ফলে ঋণপত্রের খরচ হ্রাস পাবে এবং এতে আমদানি ব্যয় সাশ্রয় হবে। দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

প্রকৃত বিনিয়োগ (বৈদেশিক ও স্থানীয়)

প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment-FDI)

বাংলাদেশে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিসংখ্যান বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ষান্মাসিক Enterprise Survey-র মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে থাকে। লেখচিত্র ১৪.১ -এ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের ধারা তুলে ধরা হলো।

লেখচিত্র ১৪.১: বাংলাদেশে প্রকৃত বৈদেশিক বিনিয়োগের (FDI) সাম্প্রতিক প্রবাহ

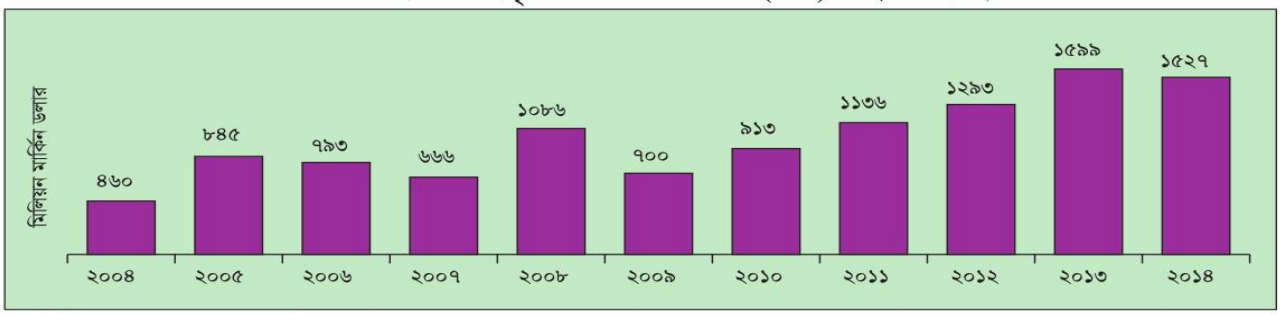

সূত্র ঃ এন্টারপ্রাইজ সার্ভে, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১৪.১ -এ বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদানভিত্তিক প্রবাহ দেখানো হল; এ সারণি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে প্রকৃত বিনিয়োগ প্রবাহের প্রধান উপাদান হলো সমমূলধন। এরপর রয়েছে যথাক্রমে পুনঃবিনিয়োগ ও আন্তঃকোম্পানি ঋণ।

সারণি ১৪.১ঃ বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদান ভিত্তিক প্রবাহ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিনিয়োগ উপাদান	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
সমমূলধন	১৫৫.৯	৪২৫.৬	৫০৩.৭	৪০১.৬	৮০৯.২৫	২১৮.৫৫	৫১৯.৯৮	৪৩১.৮৫	৪৯৭.৬৩	৫৪১.০৬	২৮০.৩১
পুনঃবিনিয়োগ	২৩৯.৮	২৪৭.৫	২৬৪.৭	২১৩.২	২৪৫.৭৩	৩৬৪.৯৪	৩৬৪.৬২	৪৮৯.৬৩	৫৮৭.৫৩	৬৯৭.১১	৯৮৮.৭৯
আন্তঃকোম্পানি	৬৪.৭	১৭২.২	২৪.১	৫১.৫	৩১.৩৩	১১৬.৬৭	২৮.৭২	২১৪.৯০	২০৭.৪০	৩৬০.৯৯	২৫৭.৬০
সর্বমোট	**৪৬০.৪**	**৮৪৫.৩**	**৭৯২.৫**	**৬৬৬.৩**	**১০৮৬.৩১**	**৭০০.১৬**	**৯১৩.৩২**	**১১৩৬.৩৮**	**১২৯২.৫৬**	**১৫৯৯.১৬**	**১৫২৬.৭০**

সূত্রঃ এন্টারপ্রাইজ সার্ভে , বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রকৃত স্থানীয় বিনিয়োগ

নিবন্ধিত স্থানীয় বেসরকারি বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর প্রকৃত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কোন আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান বিদ্যমান না থাকলেও বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত নমুনা জরিপের মাধ্যমে জানা যায় যে, এ সব স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার মধ্যে প্রায় ৬৮ শতাংশ-ই বাস্তবায়িত হয়েছে অথবা বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন (স্থানীয় ও বৈদেশিক)

বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক ধাপ হলো বিনিয়োগ নিবন্ধন, যা পরবর্তীকালে প্রকল্প সংক্রান্ত সার্বিক সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হয়। ২০০১-০২ অর্থবছরে মোট ২,৯৬৪টি বেসরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ ছিল ১০,৫৪০ কোটি টাকা চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৮৯৪ টি প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে এবং মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৩,৬৯৭ কোটি টাকা। ২০০১-০২ অর্থবছর হতে বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহের বছরওয়ারি তথ্য সারণি ১৪.২ -এ তুলে ধরা হল।

সারণি ১৪.২ঃ বেসরকারি বিনিয়োগ নিবন্ধন

অর্থবছর	স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		মোট প্রস্তাবনা		প্রবৃদ্ধি (%)
	প্রকল্প	কোটি টাকা	প্রকল্প	কোটি টাকা	প্রকল্প	কোটি টাকা	
২০০১-০২	২৮৭৫	৮৮০৬	৮৯	১৭৩৪	২৯৬৪	১০৫৪০	-২৮.৮০
২০০২-০৩	২১০১	১১৬৫৩	১০৪	২০৬৭	২২০৫	১৩৭২০	+৩০.১৭
২০০৩-০৪	১৬২৪	১৩৫৪৬	১৩০	২৬৪৪	১৭৫৪	১৬১৯০	+১৮.০০
২০০৪-০৫	১৪৬৯	১৪০০৫	১২০	৫২৯৮	১৫৮৯	১৯৩০২	+১৯.২২
২০০৫-০৬	১৭৫৪	১৮৩৭০	১৩৫	২৪৯৮৬	১৮৮৯	৪৩৩৫৬	+১২৪.৬২
২০০৬-০৭	১৯৩০	১৯৬৫৮	১৯১	১১৯২৫	২১২১	৩১৫৮৩	-২৭.১৫
২০০৭-০৮	১৬১৫	১৯৫৫৩	১৪৩	৫৪৩৩	১৭৫৮	২৪৯৮৬	-২০.৮৯
২০০৮-০৯	১৩৩৬	১৭১১৭	১৩২	১৪৭৪৯	১৪৬৮	৩১৮৬৭	+২৭.৫৪
২০০৯-১০	১৪৭০	২৭৪১৪	১৬০	৬২৬১	১৬৩০	৩৩৬৭৪	+৫.০০
২০১০-১১	১৭৪৬	৫৫৩৬৯	১৯৬	৩৬৫২৪	১৯৪২	৯১৮৯৩	+১৭৩
২০১১-১২	১৭৩৫	৫৩৪৭৬	২২১	৩৪৪১৬	১৯৫৬	৮৭৮৯৩	-১০.০০
২০১২-১৩	১৪৫৭	৪৪৬১৫	২১৯	২২০৭২	১৬৭৬	৬৬৬৮৭	-২৪.০০
২০১৩-১৪	১৩০৮	৪৯৭৫৯	৮৩	১৮৫৩১	১৪৩২	৬৮২৯১	+২.৪০
২০১৪-১৫*	৮১৯	৪৭২৪৬	৭৫	৬৪৫১	৮৯৪	৫৩৬৯৭	

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, * ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত

সম্পূর্ণ স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০০৭-০৮ অর্থবছরে স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধনের পরিমাণ ছিল ১৯,৫৫,৩০১ কোটি টাকা যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) ৪৭,২৪৫.৬৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ সারণি ১৪.৩ -এ তুলে ধরা হল।

সারণি ১৪.৩ঃ স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ

(কোটি টাকা)

বৃহৎ খাতের নাম	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
কৃষিভিত্তিক শিল্প	৯৫১.১১	৮২২.৩৩	২৩২৫.১০	৫২০০.৬৯	৬১১৯.৬	৫৪৬৫.৪১	৭৫১০.৫৩	৮৫৮৮.৯৩
ফুড এন্ড এলাইড	৪৩৭.০৭	৪০২.৭৬	২১৫৭.৩৭	১৭৪৪.০৪	১০৮২.২	৮৮৩.৭৫	১৮০৮.৩০	২৫২৭.৮৩
টেক্সটাইল শিল্প	১১০০৯.১৮	৭৯৪৫.১২	৮৯৬৬.১৯	১৫৪০৩.৬৫	১০৫৫৭.৬	১৭২৮০.৩৬	৮২২৯.৬৫	৮৬৬৪.৬৪
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	৩৬৬.৮৪	১৮০.১৩	২৭৩.৯০	২৫৫.৬১	৪১৫.১	৫১৫.৬৯	৪৩০.০৭	৫৯৮.৩০
ট্যানারি এন্ড লেদার শিল্প	২০.২৭	৩৩.০৪	২১৮.৮৪	২০১.৮৩	১৩৮.৬	২৯০.৭৬	৭১৬.১৬	৪৩৪.৩৬
কেমিক্যালস শিল্প	২২৩৬.৪৭	৩০৫৫.৫৯	৭৭৪৬.২৮	৬৫০৯.২৩	৯৫৪৯.১	৭৫০৪.৮৯	৭৮৬৮.৫৩	৮১৪৭.১৮
গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প	১৭৫.০১	৪০৫.৫২	৭৩.০২	২০৭.৬৪	২৪০.০	১৮৫.২৭	৭৭৩.৫৬	৫৩৫.০৮
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	১৮৫৬.৮৭	২৭৬১.৫৮	২৯৩৫.২১	৩৫৮৬.১৬	৪৯৫৮.২	৩১৯০.২৪	৬১২৯.৪২	৭৩৫৮.৪১
সার্ভিস শিল্প	২৩৫৬.৭৭	১৪৬৪.৮৯	২৬২২.৪৭	২২২৩১.৭০	১৫৫০৬.১	৮৭২৬.৭৯	১৫৮৬৮.৩২	৮৯১৪.২৭
বিবিধ শিল্প	১৪৩.৪২	৪৬.৫৩	৯৫.৩০	২৮.৪৯	৪৯১০.১	৫৭১.৬৪	৪২৯.৪০	১৪৭৫.২৪
মোট	**১৯৫৫৩.০১**	**১৭১১৭.৪৯**	**২৭৪১৩.৬৯**	**৫৫৩৬৯.০৫**	**৫৩৪৭৬.৬**	**৪৪৬১৪.৮৫**	**৪৯৭৫৯.৩২**	**৪৭২৪৫.৬৭**

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, * ফেব্রুয়ারি ২০১৫পর্যন্ত।

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ (১৮.৮৭%) সার্ভিস শিল্পে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো কেমিক্যালস শিল্প (১৭.২৪%), টেক্সটাইল শিল্প (১৮.৩৪%) ও কৃষিভিত্তিক শিল্প (১৮.১৮%)। স্থানীয় বিনিয়োগে প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ লেখচিত্র ১৪.২ -এ তুলে ধরা হল।

লেখচিত্র ১৪.২: ২০১৪-১৫ অর্থবছরের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় বিনিয়োগে প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ

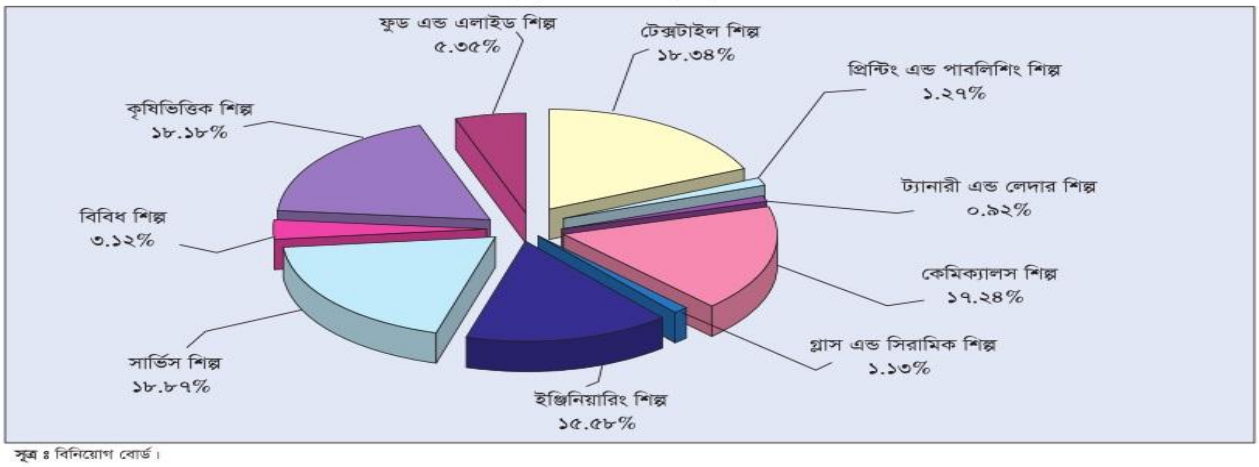

সূত্র ঃ বিনিয়োগ বোর্ড।

সম্পূর্ণ বিদেশি ও যৌথ মালিকানাধীন বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ মাস পর্যন্ত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগে মোট ৮৩টি নতুন প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে, যাতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১,৯৮২.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নিবন্ধিত নতুন বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার প্রধান খাতগুলো হলো সেবা, বস্ত্র ও কৃষিভিত্তিক। সারণি ১৪:৪ -এ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য সন্নিবেশিত হল।

সারণি ১৪.৪ঃ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বৃহৎ খাতের নাম	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
কৃষিভিত্তিক শিল্প	৩৫.৪৭৯	২২.৫৫৭	২২.২৩১	১২২.৫১৬	৯৬.৯০২	৯৪.৩৮২	৭৫.২৪৭	১৫.৭২৮
ফুড এন্ড এলাইড শিল্প	১.৮৯৮	১.৯৯৭	০.০৯২	১২.৮৩৬	৯৮.৯১৯	১৩.১২৩	৪.৬৯৯	-
টেক্সটাইল শিল্প	২৭৪.৮৭০	৩৬.৪০২	৭২.৫২১	১৬০.১৪৩	২৪৯.৫০২	৫৪.৬৩৮	৬২.৬৬৩	৫.৫৪৪
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	০	০	২.৬৯৭	০.০০০	০.৭৫৮	-	-	-
ট্যানারী এন্ড লেদার শিল্প	০.৩৭৫	২.১৫১	১৩.৬৬১	৫.৯৮৪	১৭.৫২৫	৫৭.২৯০	৩২.৫৫৩	১৫.০৫৩
কেমিক্যালস শিল্প	৫৭.৪৩৫	৫.৬৩১	৬১.৬৯৮	৬৯.৫৩৫	১৬৫.৩০৯	২৯.৬৬৩	২০.৫০০	৫২.২০১
গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প	০.১৬৯	১৭.৬৯৫	০	২৬.৩৭৩	৬.৪৪৭	১.৬৮২	০.৭৮৮	০.১৯৮
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	৭৭.৫৭৮	১২১.৪০৯	১৭.৩৬৪	১২৮৫.৯৩৫	৩৫৭৪.১৩৭	২০.৭৬০	২৩৭.৭৩৬	১৮১.২৭৪
সার্ভিস শিল্প	১৭৬.৫১২	১৮৬৩.৮৪১	৬৫১.১৯৬	৩৪৩১.৫২৫	৮৮.৬৬১	২৪৮১.৯৯৭	১৬৮৭.০০৮	৪৮.০১৬
বিবিধ শিল্প	০.০৪৫	০	০.০৯২	০.৭৩৫	১৩.৩৫৫	৪৬.৫৭৯	৭.১২৭	১.৬৩১
মোট	**৬২৪.৩৬১**	**২০৭১.৬৮৩**	**৮৪১.৫৫২**	**৫১১৫.৫৮২**	**৪৩১১.৫১৪**	**২৮০০.১১৪**	**২১২৮.৩২১**	***৩১৯.৬৪৫**

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, * ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রকৌশল শিল্প খাতে নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ (৮৫ শতাংশ)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো রসায়ন (১৬ শতাংশ), সেবা (১৫ শতাংশ) ও কৃষি শিল্প (৫ শতাংশ)। লেখচিত্র-১৪.৩ -এ নিবন্ধিত বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ তুলে ধরা হল।

লেখচিত্র ১৪.৩: ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ

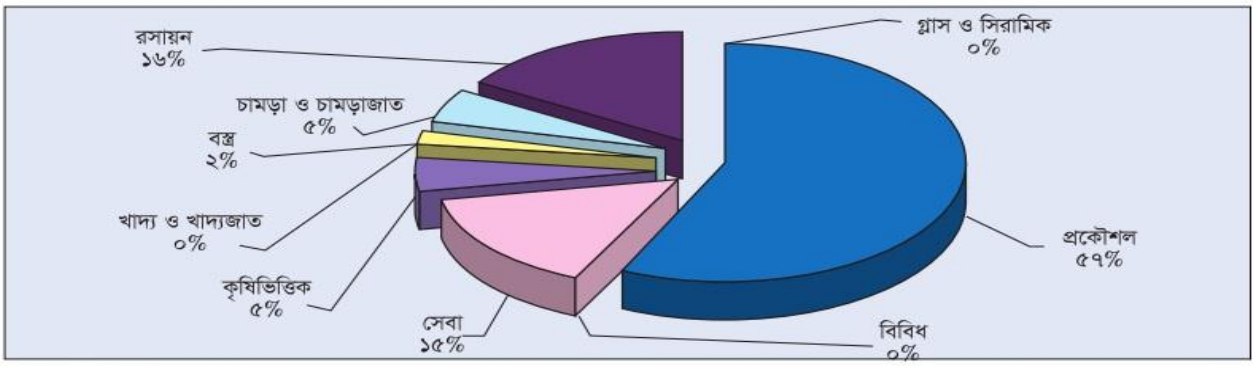

সূত্র ঃ বিনিয়োগ বোর্ড।

বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার দেশভিত্তিক বিবরণ

২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি,২০১৫ পর্যন্ত নিবন্ধিত নতুন বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর অঞ্চল হিসেবে পূর্ব এশিয় দেশসমূহ হতে প্রাপ্ত বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ সর্বাধিক। এরপর রয়েছে দক্ষিণ, পূর্ব ও পূর্ব- পশ্চিম এশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, উত্তর আমেরিকা এবং সিআইএসভুক্ত অঞ্চল। সারণি ১৪.৫ -এ দেশভিত্তিক বিদেশি ও যৌথ প্রকল্পগুলোর বিবরণ তুলে ধরা হল।

সারণি ১৪.৫ঃ নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর দেশভিত্তিক বিবরণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিদেশী/যৌথ বিনিয়োগের উৎস		২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
১.	সৌদি আরব	১৭৩২.৫৭৮	৪৭১.৮২০	৭.০৮৬	২.৩৬৬	০	০	০
২.	আমেরিকা	১৫.৩৪৮	১৪৩.৬২৫	৮৪৬.৭০৭	৭.৯১৭	১১০.৪৯২	৮৫.০০৫	১১৭.৯৪০
৩.	থাইল্যান্ড	৫৪.৯০৮	৩.০৪৩	৯৭.৫২৩	২০১.২৮১	৮১.৪৮৪	২৫.৭৫০	৮.৩৪৪
৪.	ভারত	৫৮.৮৫১	১৫.৫১৫	৬৮.০২০	১৯৭.৪৪০	২১২০.৬৪৭	১৬৯.৬২৩	২৯.০৬৬
৫.	দক্ষিণ কোরিয়া	২৩.৮৬৯	৩২.৪৭৫	৩২৭৭.৭৪২	২৪৪৭.৯৮৪	১১.৩৫৯	৭.৯৬০	২.৬৪৫
৬.	মালয়েশিয়া	১.২৮৮	৫.৪৭৫	১৩৭.১১৬	১২.৫৬৫	৭.২৬০	২.৩৬১	৭.২৪৯
৭.	নেদারল্যান্ডস	১৫.৫১	১৬.০৩	১১৩.৩৫২	১৩৭.১৪৮	৩.৬২০	০.৮৪৬	০.৬০৮
৮.	চীন	১৯.০৩১	২৮.০৫	৭২.২২	৪৯.২৬৪	১৬৪.৭৩২	১৬৮৩.৩২২	১৫.২৫৬
৯.	যুক্তরাজ্য	৬.৮৭৫	৪.৩৮৭	৮.৮৭৫	৭.৩৪৭	৬০.৬৭৯	০	৫৭.৮৯৪
১০.	পাকিস্তান	৪.৫৮৩	১.২৪২	১৯.৬০০	৩.৯৭৯	০.৯১৫	০.৬৪৮	০
১১.	জাপান	৭.১৭২	৬.৮০৫	১৪.৯৮৯	৮১.৭৮৯	৩৫.৪২৪	১৬.৭৭৯	৫.৬৮০
১২.	ডেনমার্ক	৪.২৮৫	১.২০০	০.৬৮৭	৩.৪৩১	৩.৯৫৮	১.০৬২	০.৪১৮
১৩.	শ্রীলঙ্কা	২.২০৬	১.১১৮	১.০৫১	৯৯.৪৩৩	৮৯.৯২৬	০.১৮৭	০
১৪.	কানাডা	১.১৭৮	১.২০৩	১.৮৪৬	৮.৪৮৪	৪.২৪০	১.২৮০	৭.১৯৮
১৫.	তাইওয়ান	২.৮৪১	১০.৯৬১	২১.৬৩৭	৬.৬২৫	১.৫০৩	৩.৬৮৪	১০.০৭৮
১৬.	সিঙ্গাপুর	১.০২০	৪.৬৪৩	১৩৩.১০৯	৯২.৩০৬	১৬.২৯৮	২৯.৩২৮	৯.০১৭
১৭.	তুরস্ক	০.৬১৩	০.৪০০	২.৬১১	৪.৭৬৬	৪.৪৬৫	০	২.২৭১

বিদেশী/যৌথ বিনিয়োগের উৎস		২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
১৮.	ইতালী	০.১৭১	৪.০৭৪	৩.৯০৩	১.৯০৩	০.৮৩৮	২.৩৯২	১.০০০
১৯.	হংকং	৫.৬৯৮	৬১.৮১০	৪৫.১০৮	১৬.১৬৭	২৩.৬৭৪	৩.৬৪৬	৭.০৬০
২০.	আফ্রিকা	০	০	১.৪২১	০	০	০	৩.৬২৭
২১.	আর্মেনিয়া ও রাশিয়া	০.৮২৯	০	৩.৫৬৯	০	০	০	০
২২.	বার্মুডা	০	০	০.৪৯২	৩১.৫৮৭	০	০	০
২৩.	ফ্রান্স	২.২৪৯	০	১.১২১	৯.৪৫০	২.৩২৬	০.৮০৬	০
২৪.	ইন্দোনেশিয়া	১৭.১৩৪	০	১.৯৪০	০	০	০	০
২৫.	লেবানন	০	০	২৫.০৯৩	০	৪৬.৪৩০	০	০
২৬.	মরিশাস	০	০	১.৩৪৮	৪.৫৯৮	০	৫.১২৮	০.১২১
২৭.	ফিলিপাইন	০	২০.২৮৬	৬.৭৪০	০	০	০	০
২৮.	সুইডেন	০.৮৯০	৩.০৭৩	১০১.৭০২	১.৪৮১	০.০৮৬	০	১৬.২৭৬
২৯.	সুইজারল্যান্ড	০	০	০.৭০০	১১.৬৯৭	১.৭৮১	০.৫৮৯	১৪.৮২৪
৩০.	ফিনল্যান্ড	১.১২৬	২.৯৭৮	১.৪২০	০.৭২১	০	০	০.৫৫৬
৩১.	সংযুক্ত আরব আমিরাত	১৭.৬৯৫	০	১০.৬৩	১.৯৪৫	১.০৩৬	৫২.১৬০	০
৩২.	ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড	০	৩.১৯৩	০.৮৮৬	৬.৬৮৩	০	০	০
৩৩.	জার্মান	৭২.৪৩৭	২.১৪৫	৮৩.৮৮৪	২৬.৭১৭	০.৩১২	২.২৬৬	১.২৬৬
৩৪.	অস্ট্রেলিয়া	০.৭০০	৩.৬৮২	০.০৯৮	০.১২৯	০	৬.১৮২	০.৩১১
৩৫.	গ্রীস	০.৪১৩	০.১৫৫	০.২৬০	০	০	০	০
৩৬.	পর্তুগাল	০	০	০	০	০	০	০
৩৭.	স্পেন	০.১৮৩	০	০	২.৮৭৮	০.৯৮৪	০.০২৮	০.৩২৬
৩৮.	পোল্যান্ড	০	০	০	০	০	০	০
৩৯.	বেলজিয়াম	০	০	০	১.২৬৯	০	০	০
৪০.	মিশর	০	০	০	০	১.১৫১	০	০
৪১.	হাঙ্গেরী	০	০	০	০	১.২২১	০	০
৪২.	নরওয়ে	০	০	০.২২৪	২২.৭১৫	০.১১৭	০	০
৪৩.	ভিয়েতনাম	০	০	০	০	০	০	০
৪৪.	জর্দান	০	০	০	০.৬৫১	০	০	০
৪৫.	কুয়েত	০	০	০	০.৯৮২	০	০	০
৪৬.	অস্ট্রিয়া	০	০	০	০	০	০	০
৪৭.	মাল্টা	০	০	০	৩.১২৫	০	০	০
৪৮.	ইউএসই	০	০	১.৫০০	০	০	০	০
৪৯.	গিনি	০	০	০	০	১.১৬৫	০	০
৫০.	লিবিয়া	০	০	০	০	১.১৬৭	০	০
৫১.	সার্বিয়া	০	০	০	০	০.১৯৬	০	০
৫২.	ইয়েমেন	০	০	০	০	০	২৭.২৮৯	০
৫৩.	নাইজেরিয়া	০	০	০	০	০.৬২৮	০	০.৬১৪
	মোট	**২০৭১.৬৮৩**	**৮৪১.৫৫২**	**৫১১৫.৫৮২**	**৩৫০৫.০২১**	**২৮০০.১১৪**	**২১২৮.৩২১**	**৩১৯.৬৪৫**

সূত্রঃ আইআইএমসি অধিশাখা, বিনিয়োগ বোর্ড * সাময়িক

কর্মসংস্থান সম্ভাবনা

নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম শিল্পায়ন। সে জন্য শিল্পায়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য। শিল্পখাতে বিনিয়োগের ফলে ব্যবস্থাপনা, কারিগরি, সুপারভাইজরি এবং দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক পর্যায়ে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি)

বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে ১,৩৪,৩৪৫ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। লেখচিত্র ১৪.৪ -এ কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হল।

লেখচিত্র ১৪.৪: বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ

সূত্র ঃ বিনিয়োগ বোর্ড, * ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত।

চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব হতে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে সুরক্ষাদানকল্পে সরকার ইতোমধ্যে বিশেষজ্ঞ টাস্কফোর্সসহ বিনিয়োগ ও শিল্পায়নে উৎসাহ প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বৈদেশিক ঋণ অনুমোদন

বিনিয়োগ বোর্ড বিনিয়োগকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাছাই কমিটি কর্তৃক বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করে থাকে। অনুমোদিত বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাবের তথ্য সারণী ১৪.৬ -এ তুলে ধরা হল।

সারণি ১৪.৬ঃ অনুমোদিত বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাব ও ঋণের পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

পঞ্জিকা বছর	অনুমোদিত ঋণ প্রস্তাব (সংখ্যা)	অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ (মিঃ মাঃ ডলার)
২০০৯	১৮	৪৭৮.০৯
২০১০	২০	৩০২.৭৭
২০১১	২৪	৯০৯.২৭
২০১২	৬২	১৪৬৬.৭১
২০১৩	১০২	১১৭২.২৯
২০১৪	১২৬	১৮৩৫.১৭
২০১৫ (মার্চ পর্যন্ত)	৩২	২৮৫.৬২
মোটঃ	৩৮৪	৬৪৪৯.৯২

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড,

বাণিজ্যিক অফিস অনুমোদন

বিনিয়োগ বোর্ড বিনিয়োগকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বাংলাদেশে বিদেশী কোম্পানীর ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস স্থাপন ও মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করে থাকে। সারণি ১৪.৭ এ ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস (নতুন ও মেয়াদ বৃদ্ধি) স্থাপনের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হল।

সারণি ১৪.৭ঃ অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস এর পরিসংখ্যান

অর্থ বছর	ব্রাঞ্চ অফিস	লিয়াজোঁ অফিস	প্রতিনিধি অফিস
২০১৩-১৪	৯৬	২১৫	৭
২০১৪-১৫	৮৮	১৫৯	১০
মোটঃ	১৮৪	৩৭৪	১৭

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড,

গ্রাহকমুখী, স্বচ্ছ, সহজ এবং দায়িত্বশীল সেবা ও সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত রাখা যায়। এজন্য বিনিয়োগ বোর্ডে Online Service Tracking System চালুসহ বিনিয়োগ বোর্ডের Registration প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ Online-এ সম্পন্ন করার ব্যবস্থাটি চালু করা হয়েছে।

বেসরকারিকরণ কার্যক্রম

১৯৯৩ সালে বেসরকারিকরণ বোর্ড (বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন) গঠনের পর থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ৮১ টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয়েছে এবং ৪১০.৩২ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। এরমধ্যে ৫৯টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রির মাধ্যমে এবং ২২টি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের সমীক্ষা অনুযায়ী বেসরকারিকরণকৃত ৮১টির মধ্যে ৭৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৪টি প্রতিষ্ঠান লাভজনকভাবে চালু রয়েছে এবং বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে চালু করার প্রক্রিয়াধীন আছে ১৬টি প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে, চুড়ান্তভাবে বন্ধ রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৫টি। চালু প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকাংশই স্ব স্ব ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে রয়েছে এবং জনবল ২৯০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে বেসরকারিকরণের পূর্বে উক্ত ৭৫টি প্রতিষ্ঠানে মোট জনবল ছিল প্রায় ৩১,০০০; বেসরকারিকরণের পর ৪৪টি শিল্পে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৯০,০০০ এ উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে ১৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কমিশনের বেসরকারিকরণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত আছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে অব্যবহৃত জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ৩৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ১,২৮৮ একর জমি লিজ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য ১১ সদস্যের একটি কমিটি ও ৫ সদস্যের আর একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত সব-কমিটি এ পর্যন্ত ৩৮ শিল্প প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করে অব্যবহৃত ১,৫১৬.৭৪ একর জমির একটি তালিকা প্রস্তুত করেছে।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার (ইপিজেড) বিনিয়োগ পরিস্থিতি

নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ৮টি ইপিজেডে (চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা, নীলফামারী, আদমজী ও কর্ণফুলী)-এ পুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৩,৪৪৯.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে ইপিজেডগুলোয় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২৬১.৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের চেয়ে ১১.২৯ শতাংশ বেশি। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ইপিজেড হতে রপ্তানির পরিমাণ ৩,৮৮১.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের চেয়ে ১০.১৩ শতাংশ বেশি। ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত বেপজার ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্বমোট ৪,০৯,৬৬১ বাংলাদেশীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তন্মধ্যে ৬৪ শতাংশ নারী। (বিস্তারিত তথ্য ৮ম অধ্যায়)

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা)

দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর এলাকাসহ সম্ভাবনাময় সকল এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করাই হলো (বেজা)'র মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক

অঞ্চল প্রতিষ্ঠা বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদেরকে অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ করে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ ও সমৃদ্ধি বিনিময় করার লক্ষ্যে নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি পেতে মূল ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ অনুসারে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রতিষ্ঠা করেছে, যার ফলে এই নতুন আইনের অধীনে নতুন অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হবে। বর্তমানে বাংলাদেশ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি, ২০১৫ শিরোনামে নামে একটি নীতি প্রবর্তন করা হয়েছে। অনুমোদিত বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতিমালার মূল কার্যক্রমসমূহ হলোঃ কৃষিভিত্তিক, শিল্প সম্পর্কিত, উৎপাদনমূলক, সেবামূলক, বাণিজ্যিক, প্রযুক্তিগত, পর্যটন, আবাসন, বিনোদন বা বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন বা বণ্টনমূলক কার্যক্রমসহ কোন বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলে বসবাসকারী কর্তৃক গৃহীত কোন বৈধ অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং কোন গুদামজাতকরণ লজিস্টিক, পরিবহণ, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, অর্থায়ন, বীমা, স্বাস্থ্য, সেবা এবং বৈজ্ঞানিক-গবেষণা প্রচেষ্টা।

অনুমোদিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের তালিকা

চলতি অর্থ বছরের মে, ২০১৫ পর্যন্ত ২২টি অনুমোদিত অর্থনৈতিক অঞ্চল হলঃ (১) মিরসরাই, চট্টগ্রাম (২),আনোয়ারা (গহিরা), চট্টগ্রাম (৩) সিরাজগঞ্জ (৪) শেরপুর (৫) মংলা পোর্ট এলাকা, বাগেরহাট (৬) শ্রীপুর, গাজীপুর (৭) টেকনাফ, কক্সবাজার (৮) আনোয়ারা (ইপিজেড-২), চট্টগ্রাম (৯) কেরানীগঞ্জ, ঢাকা (১০) জামালপুর সদর, জামালপুর (১১) সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (১২) ভোলা সদর, ভোলা (১৩) আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (১৪) দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় (১৫) নরসিংদী সদর, নরসিংদী (১৬) শিবালয়, মানিকগঞ্জ (১৭) ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া (১৮) আগৈলঝড়া, বরিশাল (১৯) নীলফামারী সদর, নীলফামারী (২০) এ কে খান পিইজেড, পলাশ, নরসিংদী (২১) আব্দুল মুনিম পিইজেড, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ (২২) গার্মেন্টস শিল্প পার্ক বিজিএমইএ পিএসইজেড, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।

সরকারি বেসরকারি অংশীদারত্ব (Public Private Partnership-PPP)

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাইরে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিশেষতঃ ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। দেশের বর্তমানে অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উন্নয়ন ধারাকে পরবর্তী উচ্চতর স্তরে উন্নীত করার প্রধান উপাদান হচ্ছে আধুনিক,গতিশীল এবং নিরন্তর সেবা প্রদানে সক্ষম অবকাঠামো। বিশেষতঃ বিদুৎ ও জ্বালানি এবং সড়ক যোগাযোগ খাতে নির্ভরযোগ্য ও টেকসই অবকাঠামো দেশে বর্ধিত বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করে নতুন ও বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতার সমাহার ঘটিয়ে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে।কিন্তু নতুন অবকাঠামো নির্মাণ,বিদ্যমান অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ,সংস্কার ও উন্নয়ন বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের অভাবে এ খাত সংকটাপন্ন। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে ব্যক্তিখাতের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণই সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মূল লক্ষ্য।

বেসরকারি বিনিয়োগকারিদের আস্থা অর্জন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি আইনের বিল, ২০১৫ সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। অবকাঠামো খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য এ খাতে বেশ কিছু আর্থিক প্রণোদনা প্রবর্তনের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। প্রকল্প প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা ও তদারকীতে বাস্তবায়নকারি সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এসব ব্যবস্থার ফলে দেশের অবকাঠামো নির্মাণে দৃশ্যমান অগগ্রতি সাধিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড নামক ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এর অনুকূলে ২৩০ মিলিয়ন ইউ এস ডলার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পিপিপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য ছয়টি খাতে চার বছরে ইতোমধ্যে ৪২টি প্রকল্প নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। যার সম্ভাব্য বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে ৩টি প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। দুটি প্রকল্পের নির্বাচিত বিনিয়োগকারিদের সাথে অচিরেই

চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভবপর হবে। অনুমোদিত ২৪টি প্রকল্পের জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। যে সকল পিপিপি প্রকল্প ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে তার তালিকা সারণি ১৪.৮ -এ দেয়া হল।

সারণি ১৪.৮ঃ অনুমোদিত পিপিপি প্রকল্প

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	সম্ভাব্য ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
	পরিবহণ খাত	
১	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে (চুক্তি স্বাক্ষরিত)	১৩১২
২	মংলা বন্দরে জেটি নির্মাণ	৫৩
৩	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে মাল্টিমোড সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপন	২৫
৪	ঢাকা বাইপাস চার লেনে উন্নীতকরণ	৩০০
৫	শান্তিনগর-মাওয়া ফ্লাইওভার নির্মাণ	৩০০
৬	হেমায়েতপুর - মানিকগঞ্জ পিপিপি সড়ক নির্মাণ	৮৫
৭	ঢাকা-চট্টগ্রাম এ্যাকসেস কনেট্রাল হাইওয়ে	১,৫০০
৮	বঙ্গবন্ধু ব্রিজে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ	১,০০০
৯	ফুলছড়ি বাহাদুরাবাদ মিটার গেজ রেলওয়ে ব্রিজ	১,৫০০
১০	ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড একপ্রেসওয়ে	১,৫০০
১১	যাত্রাবাড়ি-সুলাতানা কামাল ব্রিজ তারাবো পিপিপি রোড	৫০
১২	লালদিয়া বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ	৬০
১৩	খানপুরে অভ্যন্তরীণ কনেটনার টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনা	৩০
১৪	ধীরাশ্রম রেলস্টেশনে নতুন আইসিডি নির্মাণ	২০০
১৫	পাটুরিয়া-গোয়লন্দ-তে ২য় পদ্মাসেতু নির্মাণ	১,৫০০
১৬	৩য় সমুদ্র বন্দর	১,২০০
	মোট পরিবহণ	১,০৬১৫
	অর্থনৈতিক জোন	
১	কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্ক নির্মাণ	১২৫
২	মংলায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	৭০
৩	মহাখালিতে আইটি ভিলেজ নির্মাণ	২০
৪	মিরেরসরাইয়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	১,৪৫০
৫	শেরপুরে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	৭৫
৬	আনোয়ারা-চট্টগ্রামে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	৬০০
৭	সিলেটে হাইটেক পার্ক নির্মাণ	২০
৮	সিরাজগঞ্জে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	২০০
	মোট অর্থনৈতিক জোন	২,৫৬০
	পর্যটন খাত	
১	কক্সবাজারে পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ	১৫০
২	জাকির হোসেন রোড, চট্টগ্রামে পাঁচতারা হোটেল নির্মাণ	১০০
৩	কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ (মোটেল উপল)	৪৫
৪	সাবরাং এক্সক্লুসিভ ট্যুরিস্ট জোন প্রতিষ্ঠা	২,৫০০
	মোট পর্যটন	২,৭৯৫
	স্বাস্থ্য খাত	
১	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিডনী ডায়ালিসিস সেন্টার নির্মাণ (চুক্তি স্বাক্ষরিত)	২
২	ঢাকার কিডনী হাসপাতালে কিডনী ডায়ালিসিস সেন্টার স্থাপন (চুক্তি স্বাক্ষরিত)	১
৩	বয়স্ক নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য ও হসপিটালিটি কমপ্লেক্স নির্মাণঃ অবসর	৬
৪	সৈয়দপুরে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	৭৫
৫	পাকশীতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	৭৫
৬	খুলনায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও ২৫০ শয্যা হাসপাতাল নির্মাণ	১০০
৭	কমলাপুরে মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইন্সটিটিউট স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	১০০
৮	চট্টগ্রাম সিআরবিতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	৭৫
	মোট স্বাস্থ্য	৪৩৪
	আবাসন খাত	
১	মিরপুরে স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণ	৬০
২	পিপিপি'র ভিত্তিতে বাসস ভবন নির্মাণ	৬
৩	কুমিল্লায় রেলওয়ের জমিতে হোটেল-কাম-গেস্ট হাউস ও শপিং মল নির্মাণ	৩৫
৪	চট্টগ্রামে রেলওয়ের জমিতে হোটেল-কাম-গেস্ট হাউস ও শপিং মল নির্মাণ	১২
৫	খুলনায় রেলওয়ের জমিতে হোটেল-কাম-গেস্ট হাউস ও শপিং মল নির্মাণ	১০০
	মোট আবাসন	২১৩
	শক্তি খাত	
১	চট্টগ্রামের কুমিরাতে এলপিজি বটলিং প্লান্ট স্থাপন	৩৫
	সর্বমোট	১,৬৬৫২

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprises-SMEs)

বেকার সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাবনাময় খাত হলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। এ শিল্পের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির অবারিত সুযোগ রয়েছে। ব্যবসায়িক কর্মকান্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ খাত প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। এ সব সম্ভাবনাকে সামনে রেখে স্বল্প আয়ের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈষম্য লাঘবে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০১৪-১৫ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। এছাড়া, নতুন উদ্যোক্তাদের ষ্টার্ট আপ ক্যাপিটাল সরবরাহের জন্য 'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে নতুন উদ্যোক্তা তহবিল' চালু করা হয়েছে।

দেশে কার্যরত সকল ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫৭৮,০১৮টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সর্বমোট ৯০,৬০৫.১৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় ১৪.১৯ শতাংশ বেশি। একই সময়কালে ২৮,৯৮৩টি এসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩,৬৪৩.১১ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় ৪৭.৩৫ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রথম ষান্মাসিকে ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ২৭৯,১৯০টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৫৩,৯১৪.৭৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। (বিস্তারিত তথ্য ৮ম অধ্যায়)

হাই-টেক পার্ক

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে এদেশে হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতিমধ্যে দেশে হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকার কালিয়াকৈরে সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কের উন্নয়ন কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার জন্য দুইটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, সিলেট জেলার কোম্পানিগঞ্জ উপজেলাধীন খলিতাজুরী বিলের পাড় মৌজায় ১৬২.৮৩ একর অকৃষি খাস জমি বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সিলেট ইলেকট্রনিক সিটির অনুকূলে টোকেনমূল্যে বরাদ্দ প্রদান করেছে।

সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং উচ্চ প্রযুক্তি শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশে সফটওয়্যার পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করেছে। সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক কর্তৃপক্ষ নিজস্ব উদ্যোগে ঢাকার কারওয়ান বাজারস্থ জনতা টাওয়ার-এ সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে। তন্মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পূর্ণোদ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করছে।

টেলিযোগাযোগ খাত

টেলিফোনের বিপুল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে Fixed Telephone (PSTN) সেবা প্রদানের জন্য সেন্ট্রাল জোন (Dhaka Multi Exchange Area) বাদে অন্যান্য এলাকার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বেসরকারি খাতে Fixed Telephone লাইসেন্স প্রদান করায় এ খাতে দেশি-বিদেশি এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ শুরু করেছেন। বেসরকারি খাতে ফিক্সড ফোন লাইসেন্স প্রদান করায় বিপুলসংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ২০০৪ সালে দেশে মোবাইল ফোনের গ্রাহক ছিল মাত্র ৪০ লক্ষ, জানুয়ারি, ২০১৫ এ সংখ্যা ১২.১৮ কোটি অতিক্রম করেছে। বর্তমানে মোবাইল খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১০ লক্ষাধিক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এখাত হতে বিপুল পরিমাণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর, ভ্যাট ইত্যাদি আদায় হয়, যা সরকারের

রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বেসরকারি খাতের বিকাশের ফলে সেলুলার মোবাইল টেলিকম অপারেটরের মধ্যে সেবা প্রদানে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া অপারেটরদের ফিক্সড ফোন ও মোবাইল কোম্পানির ট্যারিফ পূর্বের তুলনায় ১৫ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। ফলে জনগণের পক্ষে স্বল্প মূল্যে দেশ-বিদেশে টেলিফোনে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে।

টেলিযোগাযোগ সুবিধা জনগণের নিকট সহজলভ্য এবং সহনীয় মূল্যে পৌছানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বিটিআরসি। বর্তমানে বাংলাদেশে টেলিফোন বিশেষ করে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ধারণাতীত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারণি ১৪.৮ -এ ২০০৭ থেকে জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত মোবাইল ও ফিক্সড ফোনে মোট গ্রাহক, গ্রাহক বৃদ্ধির হার, ইন্টারনেট ইউজার, টেলিঘনত্ব ইত্যাদি এবং সারণি ১৪.৯ -এ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের গ্রাহক সংখ্যা দেখানো হল।

সারণি ১৪.৯ঃ মোবাইল ও ফিক্সড ফোনের গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও টেলিঘনত্বের বিবরণ

গ্রাহক শ্রেণী, প্রবৃদ্ধি, টেলিঘনত্ব	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
মোবাইল গ্রাহক (কোটি)	৩.৪৪	৪.৪৬	৫.২৪	৬.৮৭	৭.৩০	৮.৬৬	৯.৭৪	১১.৪৮	১২.১৯
ফিক্সড ফোন গ্রাহক (কোটি)	০.১২	০.১৩	০.১৭	০.১৭	০.১৭	০.১০	০.১০	০.১১	০.১১
মোট গ্রাহক (কোটি)	৩.৫৬	৪.০২	৪.৭১	৫.৬৪	৭.৪৭	৮.৭৬	৯.৮৪	১১.৫৯	১২.৩০
ইন্টারনেট ইউজার (কোটি)	-	-	-	-	-	২.৮৪	৩.১০	৩.৫৫	৪.২৮
বছরভিত্তিক টেলিঘনত্ব (%)	২৪.৭১	২৭.৯১	৩১.৯৫	৩৮.০৫	৪৪.৬	৬০.৯	৬৩.৯১	৭৬.৪৪	৭৮.৭৯

উৎসঃ www.btrc.gov.bd.

সারণি ১৪.১০ঃ বিভিন্ন মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা (মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	অপারেটর	গ্রাহক (কোটি)
১.	গ্রামীন ফোন লিমিটেড (জিপি)	৫.২০
২.	বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিঃ (বাংলালিংক)	৩.১৯
৩.	রবি আজিয়াটা লিমিটেড (রবি)	২.৬৩
৪.	এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড (এয়ারটেল)	০.৮২
৫.	প্যাসেফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)	০.১৩
৬.	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড (টেলিটক)	০.৪০
	মোট	**১২.৩৭**

উৎসঃ www.btrc.gov.bd.

বিদ্যুৎ খাত

বিদ্যুৎ শিল্পায়নের জন্য অপরিহার্য। সরকারের যুগোপযোগী পদক্ষেপের ফলে বর্তমানে দেশের মোট জনগণের ৬২ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত সরকারি খাতে ৬,২০০ মেগাওয়াট এবং বেসরকারি খাতে (আইপিপি, এসআইপিপি, রেন্টাল, আরইবি) ৪,৫৬৫ মেগাওয়াট এবং এছাড়া ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানিসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ১১,২৬৫ মেগাওয়াট এ দাঁড়িয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত সরকারি খাতে ১০,৮১৯.৭৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার, বেসরকারি খাতে (আইপিপি, এসআইপিপি, রেন্টাল, আরইবি) ১০,৩০২.৯৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার এবং বিদ্যুৎ আমদানি ১,৫৬৮.০৬ মিলিয়ন কিলোওয়াটসহ মোট ২২,৬৯১ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার নিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। মোট নিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪৭.৬৮ শতাংশ সরকারি খাতে, ৪৫.৪১ শতাংশ বেসরকারি খাত এবং ৬.৯১ শতাংশ বিদ্যুৎ আমদানি খাত হতে এসেছে।

শিক্ষা খাত

মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরি, মাদ্রাসা ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি সুযোগ-সুবিধাদি সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত ব্যাপক সহায়তা প্রদান করে আসছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলার লক্ষ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার বেসরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ পাশ করেছে। এ উদ্যোগের ফলে দেশে এ পর্যন্ত ৭৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ইতোমধ্যে 'জাতীয় শিক্ষা আইন, ২০১৩'এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে এবং তা বিশ্বমান পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে 'এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ফর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ, ২০১২-এর একটি প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম' এর আওতায় একাডেমিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াবলী নিশ্চিত করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য খাত

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক ও সংস্থাকে রাজস্ব বাজেট হতে অনুদান প্রদান করছে। বর্তমানে দেশে বেসরকারি খাতে ৮,৩৬৭ টি নিবন্ধিত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে, এর মধ্যে ৫,৩৮৪ টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং ২,৯৮৩ টি হাসপাতাল। বাংলাদেশে খুবই উন্নত প্রযুক্তির কিছু ঔষধ ছাড়া প্রয়োজনীয় প্রায় সকল প্রকার ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এর তথ্য মতে দেশে সর্বমোট ২৭৫ টি এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বছরে ২৪,৪০৪ ব্রান্ডের ১২,৮৬৫ কোটি টাকার ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল উৎপাদন করছে। দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৭ শতাংশ ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। এর পাশাপাশি জাতীয় স্বাস্থ্যসেবায় আইনগত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রাচ্যের শাস্ত্রীয় ও পাশ্চাত্যের হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধের অবদানও উল্লেখযোগ্য। ঔষধ শিল্পে উৎপাদিত ঔষধ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হওয়ায় বর্তমানে বাংলাদেশ ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামালসহ ৪৩টি কোম্পানির উৎপাদিত বিভিন্ন ব্রান্ডের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, ইটালী, কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও সৌদি আরবসহ বিশ্বের প্রায় ৯২টি দেশে রপ্তানি হয়ে আসছে এবং এ সুবাদে বাংলাদেশ ঔষধ আমদানিকারক দেশের পরিবর্তে রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে গৌরব অর্জন করছে। ২০১৩ সালে ৬০৩.৮৭ কোটি টাকার এবং ২০১৪ সালে ৭১৪.২০ কোটি টাকার ঔষধ রপ্তানি হয়েছে। ওষুধের কাঁচামাল উৎপাদনে দেশি ও বিদেশি উদ্যেক্তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে গজারিয়ায় একটি এপিআই (একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট) পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বীমা

রাষ্টীয় মালিকানাধীন বীমা শিল্পের প্রসারের পাশাপাশি বেসরকারি বীমা কোম্পানিকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার নানামুখী নীতি-কৌশল গ্রহণ করেছে। ফলে বর্তমানে দেশে বেসরকারি মালিকানাধীন ৪৬টি সাধারণ বীমা কোম্পানি ও ৩১ টি জীবন বীমা কোম্পানি বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে। তাছাড়া সরকারি খাতে জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত আছে। ২০০২ সালে বেসরকারি সাধারণ বীমা কোম্পানির মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ৪৫০.৭ কোটি টাকা যা ২০১৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২,২৫১.৩ কোটি টাকা। সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান সারণি ১৪.১১ - এ প্রদান করা হল।

সারণি ১৪.১১ঃ সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

(কোটি টাকা)

সাল	মোট প্রিমিয়াম			সরকারি খাতের অংশ	বেসরকারি খাতের অংশ	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি খাতঃসাধারণ বীমা কর্পোরেশন	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ	মোট			সরকারি খাতঃসাধারণ বীমা কর্পোরেশন (%)	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ (%)	মোট (%)
২০০২	১৪২.৩	৪৫০.৭	৫৯৩.	২৪.০	৭৬.০	৭.১	৯.৯	৯.২
২০০৩	১৩৯.৬	৫১১.২	৬৫০.৮	২১.৫	৭৮.৫	-১.৯	১৩.৪	৯.৭
২০০৪	১৩৯.০	৬০০.৪	৭৩৯.৪	১৮.৮	৮১.২	-০.৪	১৭.৪	১৩.৬
২০০৫	১৫৭.৮	৭০৯.৫	৮৬৭.৩	১৮.২	৮১.৮	১৩.৫	১৮.২	১৭.৩
২০০৬	১৮৬.০	৭৯৭.৬	৯৮৩.৬	১৮.৯	৮১.১	১৭.৯	১২.৪	১৩.৪
২০০৭	২২৪.৯	৯৪১.৭	১,১৬৬.৬	১৯.৩	৮০.৭	২০.৯	১৮.১	১৮.৬
২০০৮	২৫৩.৫	১,১১৬.৪	১,৩৬৯.৯	১৮.৫	৮১.৫	১২.৭	১৮.৬	১৭.৪
২০০৯	২৮৫.২	১,২২৮.৪	১,৫১৩.৬	১৮.৮	৮১.২	১২.৫	১০.০	১০.৫
২০১০	২৯৪.৩	১,৪৮৮.৪	১,৭৮২.৭	১৬.৫	৮৩.৫	৩.২	২১.২	১৭.৮
২০১১	৩৪৬.৫	১,৭২৭.৪	২,০৭৩.৯	১৬.৭	৮৩.৩	১৭.৭	১৬.১	১৬.৩
২০১২	৩৮৬.৫	২,৩৯৪.১	২,৭৮০.৬	১৩.৯	৮৬.১	১১.৫	৩৮.৬	৩৪.১
২০১৩	৩৬৭.৯	১,৯০৩.২	২,২৭১.১	১৬.২	৮৩.৮	-৪.৮	-২০.৫	-১৮.৩
২০১৪	৯৪৪.০	২,২৫১.৩	৩,১৯৫.৩	৩.৩৮	১.৪২	১৫৬.৫৯	১৮.২৯	৪০.৬৯

উৎসঃ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।

সরকারি জীবন বীমা খাতে জীবন বীমা কর্পোরেশন ও ৩০ টি বেসরকারি জীবন বীমা কোম্পানি ২০১৪ সালে জীবন বীমা প্রিমিয়াম আয় করেছে ৬,৬৯০.০ কোটি টাকা, যা ২০০২ সালে ছিল ৮২৭.৪ কোটি টাকা। সরকারি ও বেসরকারি জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান সারণি ১৪.১২ -এ প্রদান করা হল।

সারণি ১৪.১২ঃ জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

সাল	মোট প্রিমিয়াম			সরকারি খাতের অংশ	বেসরকারি খাতের অংশ	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি জীবন বীমা কর্পোরেশন	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ	মোট			সরকারি জীবন বীমা কর্পোরেশন (%)	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ (%)	মোট (%)
২০০২	১৭৯.২	৮২৭.৪	১,০০৬.৬	১৭.৮	৮২.২	-৮.৮	২৮.৬	১৯.৮
২০০৩	১৯৩.৯	১,০৫৯.০	১,২৫২.৯	১৫.৫	৮৪.৫	৮.২	২৮.০	২৪.৫
২০০৪	১৭৭.৮	১,৩৩৫.৯	১,৫১৩.৭	১১.৭	৮৮.৩	-৮.৩	২৬.১	২০.৮
২০০৫	২০৩.৭	১,৮৪১.০	২,০৪৪.৭	১০.০	৯০.০	১৪.৬	৩৭.৮	৩৫.১
২০০৬	২২৩.৪	২,৪৫৯.৫	২,৬৮২.৯	৮.৩	৯১.৭	৯.৭	৩৩.৬	৩১.২
২০০৭	২৬৫.০	২,৯১৬.৫	৩,১৮১.৫	৮.৩	৯১.৭	১৮.৬	১৮.৬	১৮.৬
২০০৮	৩০৭.৮	৩,৫৯৭.৫	৩,৯০৫.৩	৭.৯	৯২.১	১৬.২	২৩.৩	২২.৮
২০০৯	৩৩৪.৭	৪,৫৯৫.৮	৪,৯৩০.৫	৬.৮	৯৩.২	৮.৭	২৭.৭	২৬.৩
২০১০	৩৪৬.০	৫,৫০৮.৯	৫,৮৫৪.৯	৫.৯	৯৪.১	৩.৪	১৯.৯	১৮.৭
২০১১	৩০৭.৯	৫,৯৭৩.৫	৬,২৮১.৪	৪.৯	৯৫.১	-১১.০	৮.৪	৭.৩
২০১২	৩৪৩.২	৬,২৪৩.৯	৬,৫৮৭.১	৫.২	৯৪.৮	১১.৫	৪.৫	৪.৯
২০১৩	৩২৬.০	৬,১০২.০	৬,৪২৮.০	৫.১	৯৪.৯	-৫.০	-২.৩	-২.৪
২০১৪	৩৭১.৯	৬,৬৯০.০	৭,০৬১.৯	৫.২৭	৯৪.৭৩	১৪.০৮	৯.৬৪	৯.৮৬

উৎসঃ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।